بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২২ অক্টোবর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো কানাডায় ওয়াকফে নও আতফাল সদস্যবৃন্দ

তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন হুযূর আকদাস

১৭ অক্টোবর ২০২১, কানাডার ওয়াক্‌ফে নও স্কীমের আতফাল (৭-১৫ বছরের বালক) সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর প্রায় ৫৫০ জন ওয়াক্‌ফে নও সদস্য অন্টারিও-র মিসিসগাতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

ওয়াকফে নওদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন কীভাবে তার পক্ষে নিজের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর মত মহানুভবতা সৃষ্টি করা সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার নিজ ভাই-বোনদের জন্য তোমার যেমন সহানুভূতি কাজ করে, অন্য সকলের জন্য তোমার অনুরূপ অনুভূতি থাকা উচিত। মহানবী (সা.) যা-ই করতেন, তা আল্লাহ্‌র খাতিরে করতেন। তাঁর মধ্যে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ছিল। সুতরাং, নিজের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে আরো গভীর করো, আর তোমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা যত গভীর হতে থাকবে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ভালোবাসাও ততোই তোমার হৃদয়ে সৃষ্টি হবে। এছাড়াও, মহানবী (সা.)-এর

ভালোবাসাকে আরো গভীর করো যিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কীভাব আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে গভীরতর করতে হয়। এর জন্য তোমাকে মহানবী (সা.)-এর জীবনী পাঠ করতে হবে। এভাবে তোমার হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, আর এর ফলস্বরূপ তোমার মাঝে তোমার সাথের মানুষদের এবং সাধারণভাবে পুরো মানবজাতির জন্য ভালোবাসা তৈরি হবে।"

আরেকজন তরুণ তার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে-সমস্ত মন্দ আচরণ দেখা যায় সেগুলোকে কীভাবে এড়ানো সম্ভব, এ বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"স্মরণ রাখবে যে, তুমি একজন আহমদী মুসলমান আর তুমি এক খোদায় বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস করো যে, ইসলাম একটি সত্য ধর্ম এবং আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআন শেষ শরীয়তধারী কিতাব যা মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলে দিয়েছেন যে, এগুলো হলো সৎকর্ম আর এগুলো মন্দকর্ম। সুতরাং, যদি আমরা জানি কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ, তাহলে যদি তুমি বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়ে থাকো আর তোমার কিছু বুদ্ধি থাকে, তুমি সেই বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে যেগুলো মন্দ, যেগুলো পরিণামে তোমার নিজের জীবনকে ইহকাল এবং পরকালে বিনষ্ট করতে পারে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এ কথা ভেবো না যে, যদি তুমি কোন মন্দ কর্ম করতে থাকো তাহলে কেউ তোমাকে দেখছে না। স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বক্ষণ আমাদের উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং তুমি যা কিছু কর তিনি তাঁর প্রত্যেকটি সম্পর্কে অবহিত আছেন। সুতরাং, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভের খাতিরে, ইসলামের শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসরণের খাতিরে, আমাদেরকে ঐ সকল সৎকর্ম করতে হবে, যার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং, এভাবে তুমি এই সমাজের এবং তোমার সতীর্থ শিক্ষার্থীদের মাঝে যে মন্দ কর্ম রয়েছে তা এড়িয়ে চলতে সমর্থ হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো যোগ করেন:

"এছাড়াও, এর পাশাপাশি, যদি তুমি জানো যে, তোমার সতীর্থ শিক্ষার্থীরা কোন কিছু ভুল করছে, তাহলে তোমার উচিত ঐ বিষয়ের প্রতি তোমার অপছন্দ প্রকাশ করা। তাদের জানা উচিত যে, তুমি বিষয়টি পছন্দ করো না, আর

যখন তারা জানবে যে, তুমি মন্দ বিষয়াদি পছন্দ করো না, তখন তারা তোমার সামনে এসব মন্দ বিষয়কে পরিহার করে চলার চেষ্টা করবে। ... এমন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তোমার বন্ধু বেছে নেওয়ার চেষ্টা করো যাদের প্রকৃতি ভালো, যারা পড়াশোনায় ভালো এবং নৈতিকতায় ভালো।"

আরেকজন ওয়াক্‌ফে নও সদস্য হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন তার পক্ষে হুযূর আকদাসের সাথে একটি সংযোগ স্থাপনের কী উপায় রয়েছে, যাতে হুযূর আকদাস তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারবেন।

এ বিষয়ে ব্যবহারিক পরামর্শ দিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার উচিত হবে আমাকে ঘনঘন চিঠি লেখা আর তুমি আমাকে কোন ভালো কৌতুক, ভালো কোনো বর্ণনা পাঠাতে পারো যেন আমি (পরবর্তীতে) স্মরণ করতে পারি যে, এই হল সেই বালক, যে আমাকে অমুক বা অমুক বিষয়ে লিখেছিল।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান নিজের মনে উদয় হওয়া মন্দ চিন্তার ওপর আমল করাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার কী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

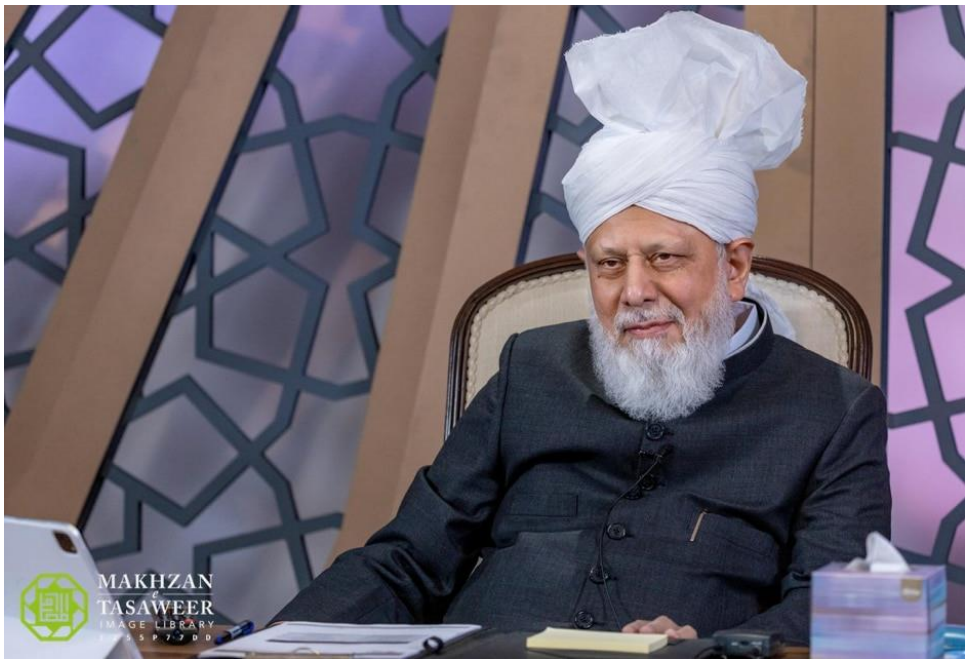

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ইস্তেগফার (খোদা তা’লার নিকট ক্ষমার দোয়া) পড়ো এবং এর অর্থ জেনে পড়ো। আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও এবং তোমার নামাযে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা’লা তোমাকে শয়তানের আক্রমণসমূহ থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও যেন আল্লাহ্ তা’লা তোমাকে সকল মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করেন। ... যখনই কোন মন্দ চিন্তা তোমার মনে আসে তখন ভালো কিছু, ভালো বই পড়ার চেষ্টা করো। ইস্তেগফার পাঠ করাও তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।”